হরিণাকুণ্ডুতে অসহায় পরিবারের পাশে “আমরাও পারি” সংগঠন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে একটি অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে আমরাও পারি মানব কল্যাণ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

সংগঠনটি এই অসহায় পরিবারটিকে এক মাসের চাল-ডালসহ কাঁচা বাজার করে দিয়েছে। একই সঙ্গে আরও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে সংগঠনটি।

জানা গেছে, ওই অসহায় পরিবারটি থাকেন উপজেলার ৩ নং তাহেরহুদা ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামে। দুইটি সন্তান ও স্ত্রীকে রেখে তার স্বামী লক্ষাধিক টাকা ঋনের দায়ে আত্মহত্যা করে মারা গেছেন। বড় সন্তান অর্পিতা হরিণাকুণ্ডু লালন শাহ কলেজে অনার্স পড়ছে, এবং ছোট ছেলেটা ক্লাস ফাইভের ছাত্র। মেয়েটার কলেজে যাবার মত ভালো পোষাক নেই, নেই জাতায়াতের ভাড়া, দুবেলা দু মুঠো ভাত জোটেনা তাদের, মায়ের অবস্থা একদম খারাপ, স্বামী হারানোর শোকে জটিল রোগে ভুগছেন তিনি। তার পরিবার এখন অন্যের কাছে হাত পেতে কোন রকম জীবন অতিবাহিত করছেন।

তার শরীরে অনেক জটিল রোগ থাকায় এখন ঠিকমতো কাজও করতে পারেন না। তার আকাশ ভরা চিন্তায় ঘুম আসেনা, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা করিয়ে মানুষের মত মানুষ করতে চাই। বড় মেয়ে অর্পিতা জানায় পড়াশোনা শেষ করে বাবা মায়ের স্বপ্ন পুরন করাটা এখন আমার জীবনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে, আমি পড়াশোনার পাশাপাশি যদি কোন একটা কাজ করতে পারতাম তাহলে আমার মায়ের ভালো চিকিৎসা এবং ছোট ভাইটাকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে পারতাম, যদি আমাকে কেউ একটা ভালো কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তাহলে তাদেও প্রতি আমি এবং আমার পরিবার চির কৃতজ্ঞ থাকতাম, তাই গ্রামের সামর্থবান ব্যক্তিদের নিকট আমার অসহায়ত্বার বিষয়টি তুলে ধরি।

এই খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ উপজেলার “আমরাও পারি” মানব কল্যান সংগঠন টিম পরিবারটিকে এক মাসের বাজার করে দেন এবং সব ধরণের সহায়তার আশ্বাস দেন।

আমরাও পারি মানব সংগঠন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি রাজন আহম্মেদ বলেন, আমরা হরিণাকুণ্ডুর সকল ইউনিটের সদস্যদের নিয়ে অসহায় মানুষের সেবা করে যাবো। তিনি এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে

সেবামূলক কাজে অংশ নিতে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান।

হরিণাকুণ্ডুতে পূর্ববিরোধের জেরে যুবককে কুপিয়ে জখম

পূর্ব বিরোধের জের ধরে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কাপাশহাটয়া ইউনিয়নের রায়পাড়া ভাতুড়িয়া গ্রামের মোঃ রিফাত হোসেন
(২৬) কে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা।

গতকাল সোমবার রাত ৮টার দিকে তার বাড়ির সামনে থেকে এই ঘটনা ঘটায় সন্ত্রাসীরা। পরে তার অত্মচিৎকারে আশপাাশের সবাই দৌড়ে এলে তারা পালিয়ে যায় এবং রিফাতকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এব্যাপারে রিফাতের বড়ভাই নিঝুম রেজা রিপন বাদি হয়ে মঙ্গলবার হরিণাকুণ্ডু থানায় ৮জনের নাম উল্লেখ করে এবং ৭/৮জন অজ্ঞাতসহ মোট ১৫জনের নামে এজাহার দাখিল করেছে। রিফাত হোসেন গুড়পাড়া ভাতুড়িয়া গ্রামের আব্দুল খালেকের সন্তান।

অভিযোগের সূত্রে জানাযায়, সোমবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে কয়েকজন উৎশৃঙ্খ যুবক রিফাতের বাড়ির সামনে এসে মোটর সাইকেলে উচ্চ শব্দ করে বিরক্ত করতে থাকে, সেসময় রিফাত নিষেধ করতে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে একই গ্রামের মোঃ ইসরাফিল (৪৫) পিতা- বদর উদ্দিন বুদো, মোঃ আলামিন হোসেন (২২), মোঃ ইয়ামিন (২০), তাদের পিতা মোঃ ইসরাফিল, মোঃ সামাদ হোসেন (২৩), পিতাঃ মুসা হোসেন, রয়েল হোসেন (২১), পিতা: হাবু হোসেন সাং: রাধানগর থানা- ঝিনাইদহ সদর, এছাড়াও রাসেল হোসেন (২৩), পিতা: আজু মিস্ত্রী, ইমরান হোসেন (১৯) পিতা- শরিফুল ইসলাম, মোঃ রাকিব হোসেন (২০) পিতা: মামুন হোসেনসহ অজ্ঞাত আরও ৭/৮ জন লাঠি সোটা, দা সাবল, কাস্তেসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে রিফাতের বাড়িতে হামলা চালাই এবং রিফাতকে মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে। তাকে ঠেকাতে গিয়ে আরও বেশ

কয়েকজন আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রউফ খান জানান অভিযোগ পেয়েছি অভিযোগ পেয়েছি তদন্তপূর্বক আসামীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পরীক্ষার্থীর

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল নওরিন শোয়েবা নোভা (১৫) নামে এস.এস.সি পরীক্ষার্থীর। সে হরিণাকুন্ডু শিশুকলি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এবছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী।

গতকাল বুধবার (১৫জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার হল বাজার নামক স্থানে এ দুর্র্ঘটনা ঘটে।

নিহত নওরীন শোয়েবা নোভা হরিণাকুণ্ডু সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রি কলেজের কর্মরত উচ্চমান সহকারী মোঃ নজরুল ইসলাম এবং দিগনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নারগিস আক্তার দম্পত্তির ছোট মেয়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বুধবার দুপুরে নওরিন শোয়েবা নোভা হরিণাকুন্ডু হল বাজার থেকে ফেরার পথে ইট বোঝায় ট্র্যাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনা স্থলেই নিহত হন। পরবর্তীতে হরিণাকুণ্ডু থানা পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

হরিণাকুণ্ডুু থানার অফিসার ইনচার্জ এমএ রউফ খান জানান, আইনি প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

হরিণাকুণ্ডু তে চা বিক্রি করে স্বাবলম্বী যুবক শিমুল

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার জোড়াদহ কলেজ মোড়ে চা বিক্রেতা যুবক শিমুল দিনে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার চা বিক্রি করেন। ১৮ বছর বয়সি শিমুল চা বিক্রি করে পরিবারের হাল ধরতে পেরে নিজেকে সফল ও স্বাবম্বি মনে করছেন।

চা বিক্রি করে তিনি বাড়িতে পাঁকা ঘর দিয়েছেন, চাষের জমি বর্গা রেখেছেন, বাড়িতে গরু-ছাগল কিনে পালছেন। দিনে দিনে তার সংসারে স্বাচ্ছন্দ ফিরে এসেছে। শিমুল জোড়াদহ গ্রামে নানা বাড়িতে মানুষ হয়েছে।

সরেজমিনে তার দোকানে গিয়ে দুরদুরান্ত থেকে ছুটে আসা চাপ্রেমীদের সরগরম লক্ষ্য করা যায়। তার দোকানের চা খেতে আসা বিভিন্ন খরিদ্দারদের সাথে কথা বলে জানা যায়, তার দোকানে ভিন্ন স্বাদের দুধ চা ও মালাই চা পান করতে প্রতিদিন ঝিনাইদহ শহর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া জেলা থেকে চা প্রেমিরা ছুটে আসেন।

চা বিক্রেতা শিমুল বলেন, তার দোকানে প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা, উপজেলা থেকে শত শত চাপ্রেমীরা চা খেতে আসেন। প্রতিদিন ১হাজার থেকে ১২শ কাপ চা বিক্রি হয়, যা গড় হিসাবে প্রতিদিনে ১৫থেকে ২০ হাজার টাকার পারমান চা বিক্রি হয় বলে জানান। লেখাপড়া বেশি দূর না করলেও দিনরাত পরিশ্রম করে নিজেই পরিবর্তন করছেন নিজের ভাগ্য। উপজেলার জোড়াদহ কলেজ মোড় এলাকার রাস্তার পাশে শিমুলের চায়ের দোকান। ৭ বছর ধরে চা বিক্রি করছেন এই যুবক। এরও ৫বছর পূর্বে হাফিজুর নামে এক ব্যক্তি দোকানটি শুরু করে।

সকাল ৭টা থেকে সারাদিন চা প্রেমীদের ভিড় লেগেই থাকে দোকানে। প্রতিদিন বিকাল থেকে রাত ৮ট পর্যন্ত বাইরের এলাকা থেকে লোকজন চা খেতে ভিড় জমায়।

প্রতি কাপ দুধচা ২০ টাকা করে বিক্রি করি, এখন পর্যন্ত কোন খরিদ্দারের অভিযোগ পাননি বলে শিমুল জানান। তিনি আরও বলেন, চা

বিক্রির পরিমান এখন অনেক বেশি, আয়ও ইনশাল্লাহ ভালোই হয়, এই আয় দিয়ে বাড়িতে একটি পাকা ঘর করেছি, জমি বর্গা রেখেছি, সবমিলিয়ে পরিশ্রম করে ভালোভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করছি।’

তিনি আরও বলেন, আমার চা তৈরীর পদ্ধতি হরিণাকুÐ◌ু উপজেলার বিভিন্ন হাট বাজারে এখন চালু হয়েছে। আমি ওইসব চা দোকানদারদের চা তৈরীর পদ্ধতি শিখিয়েছি। অনেক বেকার যুবক তার কাছে পরামর্শ নেওয়ার জন্য আসে। তিনি তাদের সঠিক পরামর্শ দেন। তার এই ব্যবসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বেকার যুবকরা মনে করছেন কোন কাজই ছোট নয়, যেকোনো কাজ করে সফলতা অর্জনের মাধ্যমে নিজের বেকারত্ব দূর করা সম্ভব।

হরিণাকুণ্ডুতে বালতির পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইহেদর হরিণাকুণ্ডুতে বালতির পানিতে ডুবে তাসফিয়া নামের ২ বছর ৭ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার পৌরসভার শ্রীরামপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত তাসফিয়া ওই গ্রামের আরিফুল ইসলামের মেয়ে।

প্রতিবেশি ও স্বজনরা জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে শিশু তাসফিয়া বাড়ির আঙিনায় খেলতে গিয়ে বালতির মধ্যে পড়ে যায়, পরবর্তীতে স্বজনরা তাকে অনেক খোঁজাখুঁজির পরে বালতির মধ্যে খুজে । এসময় শিশুটিকে উদ্ধার করে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশু তাসফিয়াকে মৃত ঘোষণা করে।

হরিণাকুণ্ডু থানা অফিসার ইনচার্জ এম এ রউফ খান, লোকমুখে শিশুটির মৃত্যুর খবর শুনেছেন, তবে এখনো পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ বা লিখিত তথ্য পাননি বলে জানান।

হরিণাকুণ্ডুতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও মা সমাবেশ

হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাতুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, প্রঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে মা সমাবশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) সকাল ১১টায় “বাংলাদেশকে বদলাই, বিশ্বকে বদলাই” এই শ্লোগানে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রোকসানা পারভীনের সভাপতিত্বে এবং সহকারী শিক্ষক জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় মা সমাবশে অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ও সাংবাদিক মোঃ শাহানুর আলম, এছাড়া সাবেক প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, অভিভাবক অহিদুল ইসলাম সেল্টু, চামেলি খাতুন, সহকারী শিক্ষক লাউজু ফারহানা ও লাইজু পারভীনসহ অন্যান্যরা। অতিথিরা শিক্ষার্থী এবং মা’দের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা শেষে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করেণ। সমাবেশে শিক্ষার্থী, তাদের মা ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পানের বাজারে ধ্বস, লোকসানে পড়েছে হরিণাকুণ্ডুর পান চাষীরা

বিয়ে কিম্বা কোন অনুষ্ঠানাদিতে পান না দিলে যেন তা পূর্ণতা পায়না। বাঙ্গালী জাতির পান দিয়ে আপ্যায়ন একটি পুরাতন অভ্যাস। প্রচলন আছে ধান, কলা, আর পান হরিণাকুণ্ডুর প্রাণ, কিন্তু এবছর পানের দামে ধ্বস নামায়, বিপাকে পড়েছে উপজেলার পান চাষীরা।

চাষীরাদের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে উৎপাদন করতে হয় পান। আর সেই পান বিক্রয় করতে হচ্ছে পানির দরে, হারিয়ে যাচ্ছে প্রাণের ফসল পান। ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে না পারায় পান চাষে আগ্রহ হারাচ্ছে চাষীরা।

জানা যায় এক সময়ে এই পান উপজেলার চাহিদা মিটিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, ফরিদপুরসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে প্রচুর আয় করতো ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চাষীরা। বড় সাইজের যে পান বিক্রি হতো প্রতি বিরা বা পোন ১০০ থেকে ১১০ টাকা, সেই পান এখন বিক্রি হচ্ছে মাত্র ৪০ টাকা দরে। এছাড়াও ছোট সাইজের পান বিক্রি হচ্ছে আট-দশ টাকা থেকে পনের-ষোল টাকা দরে, পানের বাজারের এই বিপর্যায়ের সাথে রয়েছে বিভিন্ন কিটনাশক, বাঁশ, বিছালি ও শ্রমিকের বাড়তি মুজুরী। ব্যাপক লোকসান গুনে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন কৃষকেরা।

উপজেলার বড় পানবাজার ভবানীপুর, জোড়াদাহ, শাখারিদাহ, হরিণাকুণ্ডু আমের চারা, এসব বাজারে সরজমিনে গিয়ে চাষীদের সাথে কথা বললে দেখা গেছে একরাশ হতাশা। স্থানীয় বাজারগুলোতে এক সময়কার চাষীদের চোখে ছিলো রঙ্গিন স্বপ্ন। বেচা কেনা হতো পঁচিশ ত্রিশ লাখ টাকার পান। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে হই হুল্লোড় করে ছূটে আসতো পাইকারি ক্রেতা বিক্রেতারা। কিন্তু এখন পানের নায্য মুল্য না পাওয়াই বহন করে আনার ভাড়াও জুটছে না চাষীদের। উপজেলার তৈলটুপী, জোড়াদাহ, ভেড়াখালী, হরিণাকুণ্ডু, পার্বতীপুর, দখলপুর, দৌলৎপুর, কেষ্টপুরের পান বরজের মালিকেরা জানালেন চরম লোকসানের কথা।

আড়ৎদার ভবানীপুর পান বাজারের সভাপতি কাসেম মিয়া জানান, আমি দীর্ঘদিন ধরে পান ব্যবসার সাথে জড়িত, বর্তমানে পানের দাম খুবই কম। অর্ধেক দামে বিক্রয় করতে হচ্ছে পান, চার শত টাকা জনের দাম,

এক আটি মুটির দাম পাঁচ শত টাকা, ওয়াসীর দাম সাত শত, বিছালির দাম সাত শত টাকায় কিনতে হয়। বাজার মন্দা থাকায় পান চাষী এবং ব্যবসায়ীরা ব্যাপক লোকসানের মধ্যে রয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু কৃষি কর্মকর্তা শহীদ মোহাম্মদ তিতুমীর জানান, উপজেলার প্রায় ১হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে পান চাষ হয়। পান চাষীরা কোন ধরণের কারিগরি পরামর্শ চাইলে তা কৃষি অফিস কি ধরণের ব্যবস্থা নিয়েছেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পান চাষিদের চাহিদা অনুযায়ী সকল ধরনের পরামর্শ প্রদান, মাঠ পরিদর্শন পূর্বক সঠিক পরামর্শ দেওয়া হয়। নিরাপদ বাজারজাত করণযোগ্য পান উৎপাদনে সকল পরামর্শ প্রদান করে নতুন চাষিদের আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পান চাষে সকল পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। পানের প্রধান সমস্যা পঁচা রোগ নিয়ন্ত্রণে বোর্দো মিশ্রণ তৈরি করা এবং তা সঠিক মাত্রায় ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করে থাকি। তবে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট ও পানের আধুনিক জাতের অভাবের কথা জানান তিনি।

হরিণাকুণ্ডুতে গভীর রাতে পানের বরজে আগুন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৫নং কাপাশহাটীয়া ইয়নিয়নের কেসমত ঘোড়াগাছা গ্রামের মো:রশিদুল ইসলাম কুটির পান বরজে গভীর রাতে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আজ শুক্রবার (২৭ডিসেম্বর) দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে পানের বরজে আগুন দেখে আশপাশের লোকজন ছুটে গিয়ে তা নিভানোর চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আসলে এতে তার ৩০শতক পানের বরজ পড়ে ছায় হয়ে যায় এবং ৩লক্ষ টাকা ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে বলে জানান।

রাশিদুল ইসলাম কুটি (৪৫) ওই গ্রামের মৃত আমিরুল ইসলামের ছেলে। এব্যপারে রশিদুল ইসলাম কুটি বলেন, তারা শুধু পান বরজ পুড়িয়েই ক্ষান্ত হয়নি, দুর্বৃত্তরা মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে আমার বাসায় গোয়ালের চারটি গরুর খাবারের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে গেছে। চারটি গরুই এখন অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। তিনি আরও বলেন এর

কয়েক দিন আগে আমার ভাই জাহিদের একটি ট্রাক এবং আমার মাইক্রো গাড়ির টায়ারে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

শত্রুতা মূলক ভাবে কে বা কাহারা করেছে এসব তা তিনি বলতে পারেননি। কারো প্রতি সন্দেহের কথাও জানাতে চাননি তিনি। তিনি মনে করেন স্থানীয় বিরোধ এবং তিনি আওয়ামী লীগের সমর্থন করতেন বলে এসব ক্ষতি করা হচ্ছে। থানায় অভিযোগ করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো? আমিতো কাওকে দেখেনি কারা এসব করছে।

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে হলুদের চাঁদর বেছানো ফসলের মাঠ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বিভিন্ন ফসলের মাঠে মাঠে হিমেল বাতাসে দোল খাচ্ছে হলুদ সরিষা ফুল। দূর থেকে সরিষার ক্ষেতগুলো দেখে মনে হয়, কে যেন হলুদ চাদর বিছিয়ে রেখেছে। সরিষা ফুলের হলুদ রাজ্যে মৌমাছির গুঞ্জনে মুখরিত যেমন মাঠ, তেমনি বাম্পার ফলনের আশা করছেন কৃষকরা।

এদিকে, ফসলের মাঠে ফোটা ফলগুলো রোদ ঝলমল আলোয় প্রকৃতির মাঝে অপরূপ সৌর্ন্দযের শোভা ছড়াচ্ছে। তেমনি সরিষার হলুদ রাজ্য দেখতে ভিড় করছেন প্রকৃতিপ্রেমীরা। একই সঙ্গে শীতের কুয়াশাকে উপেক্ষা করে চাষীরা সরিষা ক্ষেতের যত্ন নিচ্ছেন।
সরিষা চাষীরা জানান, গত বছর আশানুরূপ দাম পাওয়ায় এবং কৃষি বিভাগ সরিষা চাষে প্রণোদনা দেওয়ায় চলতি মৌসুমে কৃষকেরা সরিষা চাষে আগ্রহী হয়েছেন।

উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের তরুন কৃষক সম্রাট বলেন, গত বছর ১ বিঘা জমিতে সরিষা চাষ করেছিলাম। বিঘা প্রতি খরচ হয়েছিল ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা। ফলন পেয়েছিলেন ১২ মণ হারে। প্রতি মণ সরিষা ৩ হাজার দরে ৩৬ হাজার টাকায় বিক্রি করেছিলেন।

তিনি আরও বলনে, গত বছর সরিষা চাষে আশানুরূপ লাভ হওয়ায় এবার ২ বিঘা জমিতে সরিষা চাষ করেছি। আশা করছি এবারও ভালো ফলন ও ভালো দাম পাবো।

গাজীপুরের জুয়েল জানান, এবার তিনি ১ বিঘা জমিতে রবি সরিষার আবাদ করেছেন। তার জমিতে আগাম সরিষার ফুলে ভরে গেছে। তিনি আশা করছেন প্রতি বছরের মতো এবারও ভালো ফলনের।

তিনি আরও বলেন, আগে অনেক কৃষক সরিষা চাষ করতেন। আশানুরূপ দাম না পাওয়ায় তারা চাষ কমিয়ে দিয়েছিলেন। বাজারদর ৩ হাজার টাকার বেশি থাকলে কৃষকেরা সরিষা চাষে আরও বেশি উৎসাহী হবেন বলে মন্তব্য করেন এ কৃষক।
বলরামপুর গ্রামের কৃষক শান্ত বলেন, গত বছর ১০ কাঠা জমিতে সরিষা চাষ করেছিলাম। এবার ১ বিঘা জমিতে সরিষা চাষ করছি, গত বছর সরিষার ফলন ভালো ছিল, দামও ভালো পেয়েছিলাম। এবার প্রতি বিঘা জমিতে ৬-৭ মণ হারে সরিষা পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন তিনি।

উপজেলা কৃষি অফিসার শরীফ মোহাম্মদ তিতুমীর বলেন, সরিষা ৩ মাস মেয়াদি ফসল। কম খরচ ও কম পরিশ্রমে সরিষা চাষ করতে পারেন কৃষকেরা। বর্তমানে সরিষা চাষ কৃষকের কাছে লাভজনক ফসলে পরিণত হয়েছে। গত বছর সরিষার আশানুরূপ ফলন ও দাম পাওয়ায় কৃষকেরা উৎসাহী হয়েছেন। সরিষা চাষ একদিকে যেমন মাটির উর্বরতা বাড়ায়, অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বর্পূণ ভূমিকা পালন করে।

তিনি আরও জানান, আশা করছি কৃষকরা সরিষার ভালো ফলনে লাভবান হবেন। এখানকার উৎপাদিত সরিষার তেল দেশের ভোজ্য তেলের চাহিদা পূরণেও বড় ভূমিকা রাখবে।

গলায় গামছা বেঁধে টানাহেঁচড়াই কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে জমিজমা নিয়ে বিরোধে গলায় গামছা পেছিয়ে টানাহেচড়াই প্রতিপক্ষের হাতে রাহাজ উদ্দিন (৫০) নামে এক ব্যক্তির

মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে উপজেলার সিংগা গ্রামে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। মৃত রাহাজ উদ্দীন একই গ্রামের তাহাজ উদ্দিনের ছেলে। এ ঘটনায় ওই গ্রামের স্বপন আলী নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় হত্যা মামলার আবেদন করেছেন নিহতের ছেলে পলাশ হোসেন।

নিহতের স্বজন ও স্থানীয়রা জানান, নিহতের সাথে দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল স্বপনদের। এ নিয়ে ওই গ্রামের বাজারে তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। এ সময় স্বপন তাকে কিলঘুষি মারতে থাকে। এক পর্যায়ে গলায় গামছা বেধে টানা-হেচড়া শুরু করে। পরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন রাহাজ উদ্দিন। কিছুক্ষণ পর তার মৃত্যু হয়।

ওই গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য গোলাম রহমান জানান, সকালে বাজারে দু’জনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ও ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। শুনেছি স্বপন তার গলাই গামছা দিয়েছিল। পরে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে। তখন রাহাজ উদ্দিন বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্য কিছুদুর যাওয়ার পর মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ে এবং এ সময় তার মৃত্যু হয়।

নিহতের ছেলে পলাশ বলেন, সকালে আমার বাবাকে মারধর করেছে স্বপন। তাকে গলায় গামছা পেঁচিয়ে টানাহেঁচড়া করেছে। ফলে ঘটনাস্থলেই আমার বাবা মারা গেছেন। তাকে হত্যা করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি এম এ রউফ খান বলেন, নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে। রিপোর্ট হাতে পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।